যতিচিহ্ন

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ , বিবাদ) , জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় , তা - ই যতি বা ছেদচিহ্ন ।

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি - কাল - পরিমাণ
কম	,	এক বলতে যে সময় লাগে
সেমিকোলন।	;	এক বলার দ্বিগুণ সময়
কোলন	:	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই

১. কমা **{**পাদচ্ছেদ **(,) }**

ক) বাক্য গঠনকলে সুস্পষ্টতা বা অর্থ বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন , সেখানে কমা ব্যবহৃত হয় । যেমন- সুখ চাও , সুখ পাবে পরিশ্রমে ।

খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে । যেমন— সুখ , দুঃখ , আশা , নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ) সম্বোধনের পরে কমা কসাতে হয় । যেমন- রশিদ , এদিকে এসো ।

ঘ) জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ডবাক্যের পরে কমা কাবে । যেমন- কাল যে লোকটি এসেছিল , সে আমার পূর্বপরিচিত ।

ঙ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে । যেমন— সাহেব বললেন , " ছুটি পাবেন না । "

চ) মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর ' কমা ' বসবে । যেমন- ১৬ ই পৌষ , বুধবার , ১৩৯৯ সন ।

ছ) বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন – ৬৮ , নবাবপুর রোড , ঢাকা -১০০০ ।

জ) নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে। যেমন- ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক , এম . এ . পি - এইচ.ডি ।

২. সেমিকোলন **(;)**

একাধিক বাক্যের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকলে তাদের মাঝে যোগসূত্র রক্ষার জন্য সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়। সেমিকোলনচিহ্ন কমার চেয়ে দ্বিগুণ সময় বিরতি নেয়। যেমন :

ক) দুটো বাক্যের মধ্যে ভাব বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলে সেমিকোলন বসে। যেমন :

দিনটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে।
কথাটা বলা সহজ; করা কঠিন।

খ) একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে। যেমন :

আগে স্কুলের পড়া; পরে গল্পের বই।

গ) যেসব অব্যয় বৈপরীত্য বা অনুমান প্রকাশ করে, তাদের আগে সেমিকোলন বসে। যেমন :
মনোযোগ দিয়ে পড়; তাহলেই ভালো ফল করবে।
ছেলেটি মেধাবী; কিন্তু ভারি অলস।

৩. কোলন **(:)**

বাক্যে নানা কারণে কোলনচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ক) উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে :

বাংলা সন্ধি দু প্রকার : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

খ) . উদ্ধৃতির আগে :
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

গ) নাটকের সংলাপের আগে :

দুকড়ি : কী চাই?
কাঙালি : আজ্ঞে, মহাশয় হচ্ছেন দেশহিতৈষী।
দুকড়ি : তা তো সকলেই জানে কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ?
কাঙালি : আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ–

৪. হাইফেন **(-)**
হাইফেনকে বাংলায় সংযোগ চিহ্ন বলা হয়। বিভিন্ন কারণে বাক্যে হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন :

ক). দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন বসে। যেমন :

আমার মা-বাবা বেড়াতে গেছেন।
পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ বিবেক দিয়ে বুঝতে হয়।

খ) সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেন বসে। যেমন :

আমাদের প্রীতি-উপহার গ্রহণ করুন।
তাদের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক।

গ) . একই ধরনের শব্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে। যেমন :

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ।
ঢাকা-খুলনা-বরিশাল এ দেশের বড় শহর।